[২০২০] ৪ এস. সি. আর. ৫৬৫

মানকাষ্টু ইম্পেক্স প্রাইভেট লিমিটেড

বনাম

এয়ারভিজুয়াল লিমিটেড

(২০১৮ সালের ৩২ নং সালিসী পিটিশন)

০৫ মার্চ, ২০২০

[আর. ভানুমতী, এ. এস. বোপান্না এবং হৃষিকেশ রয়, বিচারপতিগন]

আর্বিট্রেশন এবং মীমাংসা আইন, ১৯৯৬ – ধারা ৯, ১১ – আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ ভারতের বাইরে অবস্থানরত – মামলাকারী কোম্পানি (ভারতে নিবন্ধিত) এয়ার পিউরিফায়ার, এয়ার কোয়ালিটি মনিটর ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবসায় নিযুক্ত – বিবাদী কোম্পানি (হংকং-এ নিবন্ধিত) এয়ার কোয়ালিটি মনিটর এবং এয়ার কোয়ালিটি তথ্যের উত্পাদন ও বিক্রয়ের ব্যবসায় নিযুক্ত – উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত – বিবাদী তার সম্পূর্ণ এয়ার কোয়ালিটি মনিটর পণ্যের লাইন মামলাকারীকে বিক্রি করতে এবং ভারতে বিক্রয়ের জন্য একচেটিয়া পরিবেশক হিসেবে নিযুক্ত করতে সম্মত হয় – মামলাকারী আইকিউএয়ার এজি-এর সিইও-এর একটি চিঠি পায় যেখানে বলা হয় যে আইকিউএয়ার এজি বিবাদীর সমস্ত প্রযুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট সম্পদ অধিগ্রহণ করেছে এবং বিবাদীর কোনো চুক্তি বা আইনগত বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করবে না – মামলাকারী অবশেষে এমওইউ-এর ধারা ১৭-এর সালিশি ধারার অধীনে নোটিশ জারি করে – ধারা ৯-এর অধীনে একটি পিটিশন দায়ের করা হয় যেখানে বিবাদী এবং আইকিউএয়ার এজি-কে এমওইউ-এর শর্তাবলী মেনে চলার নির্দেশ চাওয়া হয় – অমীমাংসিত – ধারা ১১(৬)-এর অধীনে একক সালিশ নিযুক্ত করার জন্য বর্তমান পিটিশন দায়ের করা হয়েছে ধারা ১৭-এর অধীনে – রায়: প্রকরন ১৭.১-এ ব্যবহৃত শব্দগুলো ইঙ্গিত করে না যে সালিশি আসন নতুন দিল্লি – এমওইউ-এর প্রকরন ১৭.২ অনুযায়ী, এর থেকে উদ্ভূত বা সম্পর্কিত বিরোধ সালিশি প্রক্রিয়ায় হংকং-এ প্রশাসিত হবে এবং চূড়ান্তভাবে সমাধান হবে – প্রকরন ১৭.২-এ "হংকং-এ প্রশাসিত সালিশি" শব্দটি ইঙ্গিত দেয় যে সালিশি আসন হংকং – যেহেতু পক্ষগুলো "হংকং" কে সালিশি প্রশাসনের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেছে, তাই হংকং-এর আইন সালিশি প্রক্রিয়া শাসন করবে – যদি সালিশি চুক্তি ভারতের বাইরে অবস্থানরত সালিশি আসন নির্দেশ করে, তাহলে ভারতীয় আদালত রায়ের উপর নজরদারি বা

অন্তর্বর্তী আদেশ দিতে পারে না, সুতরাং বর্তমান ক্ষেত্রে পক্ষগুলোকে অন্তর্বর্তী ত্রাণ পাওয়ার সুবিধা দিতে প্রকরন ১৭.৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে দিল্লি আদালতের এখতিয়ার থাকবে – যেহেতু সালিশি হংকং-এ অবস্থানরত, মামলাকারীর ধারা ১১(৬)-এর অধীনে দায়েরকৃত পিটিশন গ্রহণযোগ্য নয় এবং খারিজ করা হয়েছে – মামলাকারী চাইলে হংকং আন্তর্জাতিক সালিশি কেন্দ্রে সালিশ নিযুক্তির জন্য আবেদন করতে পারে – আর্বিট্রেশন এবং মীমাংসা সংশোধনী আইন, ২০১৫।

সালিসি এবং মীমাংসা আইন, ১৯৯৬ – ধারা ২(১)(চ) – আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসি – এর জন্য পূরণীয় বিষয় – সিদ্ধান্ত: তিনটি বিষয় পূরণ করতে হবে – (১) সালিসি; (২) ভারতের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বাণিজ্যিক হিসাবে বিবেচিত; এবং (৩) অন্তত একজন পক্ষ ভারত ব্যতীত অন্য কোনো দেশের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা।

সালিসি এবং মীমাংসা আইন, ১৯৯৬ – ধারা ২(২) এর শর্তাংশ এবং ধারা ৯, ২৭, ৩৭ – সিদ্ধান্ত: ২০১৫ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা, ধারা ২(২) এর সাথে একটি শর্তাংশ যোগ করা হয়েছে, যার অনুসারে, আইনের প্রথম অংশের কিছু বিধান অর্থাৎ ধারা ৯, ২৭, ৩৭(১)(ক) এবং ৩৭(৩) "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসি" এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করা হয়েছে, এমনকি যদি সালিসির স্থান ভারতের বাইরে হয় – সালিসি এবং মীমাংসা সংশোধনী আইন, ২০১৫।

সালিসি এবং মীমাংসা আইন, ১৯৯৬ – ভারতের বাইরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসি – ধারা ২(২) এর শর্তাংশ, ধারা ১১ – ধারা ১১ এর প্রযোজ্যতা – সিদ্ধান্ত: ধারা ১১, ধারা ২(২) এর শর্তাংশে অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তাই, ভারতের বাইরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসি এর ক্ষেত্রে এর কোনো প্রয়োগ নেই – সালিসি এবং মীমাংসা সংশোধনী আইন, ২০১৫।

আপিল খারিজ করে, আদালত

ধার্য করেঃ ১.১ সালিসি ও মীমাংসা আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ২(১)(চ) অনুসারে, কোনো সালিসিকে "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসি" হিসেবে গণ্য করার জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে: (১) এটি একটি সালিসি হতে হবে; (২) ভারতের প্রচলিত আইন অনুযায়ী এটিকে বাণিজ্যিক হিসেবে বিবেচনা করা হবে; এবং (৩) অন্তত একজন পক্ষকে ভারত ব্যতীত অন্য কোনো দেশের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। ধারা ২(২) অনুযায়ী, সালিসির স্থান ভারতে হলে আইনের প্রথম ভাগ প্রযোজ্য হবে। অতএব, যদি

কোনো "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসি" ভারতে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে আইনের প্রথম ভাগ প্রযোজ্য হবে। [আনুচ্ছেদ ১৫, ১৬] [৫৭৪-সি-ডী]

১.২ সালিশের স্থানের তাৎপর্য হল যে এটি সালিশ কার্যধারা এবং সালিশ পদ্ধতির পাশাপাশি সালিশ রায়ের উপর বিচারিক পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় প্রযোজ্য আইন নির্ধারণ করে। পরিস্থিতিটি কেবল কোনও প্রতিষ্ঠান কোথায় অবস্থিত বা কোথায় শুনানি অনুষ্ঠিত হবে সে সম্পর্কে নয়। তবে সালিশ কার্যধারার উপর কোন আদালতের তত্ত্বাবধায়ক ক্ষমতা থাকবে সে সম্পর্কে এটি সমস্ত কিছু। "সালিশের আসন" এবং "সালিশের স্থান" আন্তঃ-পরিবর্তনশীলভাবে ব্যবহার করা যাবে না। কেবল অভিব্যক্তি "সালিশের স্থান" পক্ষগুলির অভিপ্রায় নির্ধারণ করার ভিত্তি হতে পারে না যে তারা সেই স্থানটিকে সালিশের "আসন" হিসাবে চেয়েছে। "আসন" সম্পর্কে পক্ষগুলির অভিপ্রায় চুক্তির অন্যান্য ধারা এবং পক্ষগুলির আচরণ থেকে নির্ধারণ করা উচিত। সালিশ চুক্তির একটি সরল পাঠে, এটি স্পষ্ট যে হংকংকে "সালিশের স্থান" হিসাবে উল্লেখ করা সালিশ কার্যধারার "স্থান" হিসাবে একটি সহজ রেফারেন্স নয়; তবে হংকংয়ে পরিচালিত সালিশের মাধ্যমে চূড়ান্ত সমাধানের জন্য হংকং-এর একটি রেফারেন্স। সমঝোতাপত্রের ১৭.২ প্রকরনে বলা হয়েছে যে, সমঝোতাপত্রের অস্তিত্ব, বৈধতা, ব্যাখ্যা, লঙ্ঘন বা সমাপ্তি বা এর থেকে উদ্ভূত বা সম্পর্কিত যে কোনও বিরোধ হংকংয়ে পরিচালিত সালিশের মাধ্যমে উল্লেখ করা হবে এবং শেষ পর্যন্ত সমাধান করা হবে। ১৭.২ প্রকরনে বলা হয়েছে যে, "হংকংয়ে পরিচালিত সালিশ" একটি ইঙ্গিত যে সালিশের কেন্দ্র হংকংয়ে রয়েছে। একবার পক্ষগুলি হংকংয়ে পরিচালিত সালিশের স্থান হিসাবে "হংকং" বেছে নিলে, হংকংয়ের আইন সালিশ পরিচালনা করবে। ভারতীয় আদালতগুলির সালিশকারী নিয়োগের কোনও এখতিয়ার নেই। যদি সালিসি চুক্তিতে ভারতের বাইরে সালিশের স্থান পাওয়া যায়, তা হলে ভারতীয় আদালতগুলি রায়ের উপর তত্ত্বাবধায়ক এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে না বা অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করতে পারে না। অতএব পক্ষগুলির জন্য ১৭.৩ ধারা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ছিল যে দলগুলি সম্মত হয়েছে যে কোনও পক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ চাইতে পারে যার জন্য দিল্লি আদালতের এখতিয়ার থাকবে। সংশোধনী আইন, ২০১৫ (২৩.১০.২০১৫ থেকে) দ্বারা, আইনের ধারা ২ (২)-এ একটি শর্ত যুক্ত করা হয়েছে, যা অনুসারে, আইনের অংশ-১-এর কিছু বিধান। ধারা ৯ - অন্তর্বর্তীকালীন

ত্রাণ, ২৭ - প্রমাণের জন্য আদালতের সহায়তা, ৩৭(১)(ক) - আদেশের বিরুদ্ধে আপিল এবং ধারা ৩৭(৩) "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসি"-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করা হয়েছে, এমনকি যদি সালিসির স্থান ভারতের বাইরে হয়। ধারা ১১ শর্তাংশে অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সেই অনুযায়ী ভারতের বাইরে অবস্থিত "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসি"-এর ক্ষেত্রে এর কোনো প্রয়োগ নেই। [আনুচ্ছেদ ১৯-২৩, ২৫][৫৭৫-এফ-জি; ৫৭৬-এ, ডী-জি; ৫৭৮-এইচ; ৫৭৯-এ-বি]

১.৩. ১৭.১ প্রকরন শব্দগুলি ইঙ্গিত করে না যে সালিশের আসন নয়াদিল্লিতে রয়েছে। যেহেতু "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের" ক্ষেত্রে প্রথম অংশ প্রযোজ্য নয়, পক্ষগুলিকে অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ পেতে সক্ষম করার জন্য, ১৭.৩ প্রকরন যুক্ত করা হয়েছে বলে মনে হয়। ১৭.১ প্রকরনে "আইনের বিধান এবং আদালতের দ্বন্দ্ব বিবেচনা না করে নয়াদিল্লির আদালতের এখতিয়ার থাকবে" এই শব্দগুলি ১৭.৩ প্রকরনের সাথে মিলিতভাবে পড়তে হবে। যেহেতু সালিশ হংকংয়ে বসেছে, তাই আইনের ১১ (৬) ধারার অধীনে আবেদনকারী কর্তৃক দায়ের করা আবেদনটি টেকসই নয়। [আনুচ্ছেদ ২৬][৫৭৯-এফ-এইচ]

ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি বনাম কাইজার অ্যালুমিনিয়াম টেকনিক্যাল সার্ভিসেস ইনকর্পোরেটেড (বালকো) (২০১২) ৯ এস. সি. সি ৫৫২: [২০১২] ১২ এস. সি. আর ৩২৭- অনুসরণ করা হয়েছে।

এনার্কন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম এনার্কন জি. এম. বি. এইচ আর এবং অন্যটি (২০১৪) ৫ এস. সি. সি ১: [২০১৪] ২ এস. সি. আর ৮৫৫; ইটজেন বাল্ক এ/এস বনাম আশাপুরা মাইনকেম লিমিটেড এবং অন্যটি (২০১৬) ১১ এস. সি. সি ৫০৮: [২০১৬] ২ এস. সি. আর ৬৩৪; ইন্ডাস মোবাইল ডিস্ট্রিবিউশন (পি) লিমিটেড বনাম ডাটওয়াইল্ড ইনোভেশনস (পি) লিমিটেড এবং অন্যান্য (২০১৭) ৭ এস. সি. সি ৬৭৮: [২০১৭] ৪ এস. সি. আর ৭৪৪- নির্ভরশীল।

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম হার্ডি এক্সপ্লোরেশন ও প্রোডাকশন (ইন্ডিয়া) আইএনসি (২০১৮) ৭ এসসিসি ৩৭৪: [২০১৮] ৫ এসসিআর ৬৬২; বিজিএস এসজিএস সোমা জেভি বনাম এনএইচপিসি লিমিটেড ২০১৯ (১৭) স্কেল ৩৬৯; চন্দ্র প্রকাশ এবং অন্যান্য বনাম ইউ. পি রাজ্য এবং আরেকটি (২০০২) ৪ এস. সি. সি ২৩৪: [২০০২] ২ এস. সি. আর ৯১৩- উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন রেফারেন্স

[২০১৩৮] ৫ এস. সি. আর ৬৬২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৯
২০১৯ (১৭) স্কেল ৩৬৯	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১১

[২০১২] ১২ এস. সি. আর. ৩২৭	অনুসরন করে	অনুচ্ছেদ ১২
[২০০২] ২ এস. সি. আর. ৯১৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৩
[২০১৪] ২ এস. সি. আর. ৮৫৫	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৯
[২০১৬] ২ এস. সি. আর. ৬৩৪	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০১৭। ৪ এস. সি. আর. ৭৪৪	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৪

দেওয়ানি মূল এখতিয়ারঃ ২০১৮ এর সালিসি পিটিশন (দেওয়ানি) নং. ৩২।

সালিসি ও মীমাংসা আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ১১(৬) এর অধীনে, সালিসি ও মীমাংসা (সংশোধনী) আইন, ২০১৫ এর সাথে পঠিত এবং ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক সালিস নিয়োগ প্রকল্প, ১৯৯৬ এর সাথে পঠিত, ১২.০৯.২০১৬ তারিখের সমঝোতা স্মারকের ১৭.২ প্রকরনের অধীনে একজন একক সালিস নিয়োগের জন্য আবেদন।

ঋতিন রাই, প্রবিন আইনজীবী, বিকাশ দত্ত, উজ্জ্বল নাগাইচ, সিদ্ধার্থ সিলওয়াল, ও. পি. ভাদানি, শ্রীমতি কৃতিকা ভরদ্বাজ, সিদ্ধার্থ ঝা, শ্রীমতি গুঞ্জ এবং মাথুর, উপস্থিত দলগুলির পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

আর. ভানুমতী, বিচারপতি

১. এই আবেদনটি সালিসি ও মীমাংসা আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ১১(৬) এর অধীনে, সালিসি ও মীমাংসা (সংশোধনী) আইন, ২০১৫ এর সাথে এবং ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক সালিস নিয়োগ প্রকল্প, ১৯৯৬ এর সাথে একত্রে পঠিত, ভারতে নিগমিত আবেদনকারী-কোম্পানি এবং হংকং এর আইনে নিগমিত প্রতিপক্ষ-এর মধ্যে ১২.০৯.২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ১৭.২ প্রকরনের অধীনে একজন একক সালিস নিয়োগের জন্য দাখিল করা হয়েছে।

২. এই আবেদনের উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:-

ভারতে নিগমিত আবেদনকারী-কোম্পানি "আটলান্টা হেলথকেয়ার" ব্র্যান্ড নামে ব্যবসা পরিচালনা করে এবং বায়ু গুণমান ব্যবস্থাপনা এবং এয়ার পিউরিফায়ার, কার পিউরিফায়ার, দূষণরোধী মাস্ক এবং বায়ু গুণমান মনিটর সরবরাহের ব্যবসায় নিয়োজিত। প্রতিপক্ষ হংকং এর আইনে নিগমিত একটি কোম্পানি এবং এটি বায়ু গুণমান মনিটর এবং বায়ু গুণমান তথ্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যবসায় নিয়োজিত। পক্ষগুলির মধ্যে ১২.০৯.২০১৬ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছিল যার অধীনে প্রতিপক্ষ পরবর্তী বিক্রয়ের জন্য আবেদনকারীকে

প্রতিপক্ষের বায়ু গুণমান মনিটর পণ্যের সম্পূর্ণ লাইন বিক্রি করতে সম্মত হয়েছিল। চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে, আবেদনকারীকে ভারতের মধ্যে বিক্রির জন্য পণ্যগুলির জন্য একচেটিয়া পরিবেশক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। উপরন্তু, আবেদনকারীকে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং নেপালে বিক্রয়ের জন্য একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এই চুক্তিটি শুরু হওয়ার তারিখ থেকে পাঁচ বছরের জন্য অব্যাহত থাকার কথা ছিল, যে তারিখটি ভারতে এয়ার কোয়ালিটি মনিটরের প্রথম লট সরবরাহের তারিখ থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল, ১.০৩.১০.২০১৬ বা ০১.১১.২০১৬, যেটি পরে হোক। আবেদনকারীর মতে, এটি ভারতে পণ্যগুলির জন্য একটি ব্র্যান্ড মান প্রচার এবং তৈরি করতে প্রায় ১৭,০০,০০০/- টাকা ব্যয় করেছে। আরও আবেদনকারী ইন্দো-জার্মান প্রাকৃতিক স্বাস্থ্য মেলা, ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ইত্যাদির মতো পনেরটিরও বেশি ব্যবসায়িক অনুষ্ঠানে পণ্যগুলির প্রচারের জন্য ৯,০০০০০/- টাকা ব্যয় করেছেন।

৩. ১৪.১০.২০১৭ তারিখে, আবেদনকারী আইকিউ এয়ার এজি-র (প্রস্তাবিত উত্তরদাতা নং ২) একজন শ্রী চারি ক্যাটারের কাছ থেকে একটি ই-মেইল পেয়েছিলেন যা আবেদনকারীকে জানিয়েছিল যে উত্তরদাতা আইকিউএয়ার এজি-র একটি অংশ। টিএম ই-মেইলের সাথে সংযুক্ত আইকিউএয়ার এজি-র সিইও দ্বারা ১৩.১০.২০১৭ তারিখের একটি চিঠি ছিল যাতে বলা হয়েছিল যে আইকিউএয়ার এজি সমস্ত প্রযুক্তি এবং উত্তরদাতার সম্পর্কিত সম্পদ অর্জন করেছে। এছাড়াও, এয়ারভিজুয়াল নোডের পণ্যটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং আইকিউএয়ার এজি হল একটি নতুন এবং উন্নত সংস্করণ পুনরায় চালু করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে যা আইকিউএয়ার এয়ারভিজুয়াল প্রো হিসাবে পুনরায় ব্র্যান্ড করা হবে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে যে আইকিউএয়ার এজি কোনও চুক্তি গ্রহণ করবে না বা উত্তরদাতার আইনি বাধ্যবাধকতা এবং নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য রিসেলারদের সাথে কেস টু কেস ভিত্তিতে কাজ করবে এবং আইকিউএয়ার এয়ারভিজুয়াল পণ্যগুলি পৃথক ডিলার চুক্তির অধীনে উপলব্ধ করা হবে।

৪. আবেদনকারী ১৫.১০.২০১৭ তারিখের জবাব পাঠিয়েছেন, যাতে উত্তরদাতার সঙ্গে সমঝোতাপত্রের শর্তাবলী আহ্বান করা হয়েছে, যা অনুসারে আবেদনকারী ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে পাঁচ বছরের জন্য এয়ারভিজুয়াল পণ্য বিক্রির একচেটিয়া অধিকার রাখে। আরও আবেদনকারী বলেছেন যে সমঝোতাপত্রের শর্তাবলী অনুসারে, সত্তার শেয়ারহোল্ডিংয়ে কোনও গ্রহণ/ক্রয় বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, উত্তরদাতার পক্ষ থেকে এটি নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক ছিল যে ব্যবসা/সম্পদ গ্রহণকারী পক্ষটি একই শর্তে চুক্তিটিকে সম্মান করবে এবং এটি একটি বিবেচিত অনুমান যে উত্তরদাতার ব্যবসা/সম্পদ অধিগ্রহণ বিদ্যমান দায়বদ্ধতা এবং বাধ্যবাধকতাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে।

৫. ৩১.১০.২০১৭ তারিখে, আবেদনকারী উত্তরদাতা এবং আইকিউএয়ার এজি কে একটি ই-মেইল পাঠিয়েছেন যাতে এটি ক্রয় আদেশ জারি করতে সক্ষম করার জন্য প্রোফর্মা ইনভয়েস চেয়েছে। উত্তরে, আইকিউএয়ার এজি দ্বারা এটি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে তারা উত্তরদাতার কোনো

আইনি বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেনি। যাইহোক, তারা আবেদনকারীকে আইকিউএয়ার ব্র্যান্ডেড এয়ারভিজুয়াল প্রো সরবরাহ করার প্রস্তাব দেয় একটি নতুন অ-এক্সক্লুসিভ ব্যবস্থার অধীনে প্রতি ইউনিট ১৭২ মার্কিন ডলারের নতুন পাইকারি মূল্যের সাথে আবেদনকারী এবং উত্তরদাতার মধ্যে সম্মত ইউনিট প্রতি ১১০ মার্কিন ডলারের মূল দামের বিপরীতে। আবেদনকারী তারপরে বেশ কয়েকটি ই-মেল পাঠিয়েছিলেন কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ০৮.১২.২০১৭-এ, আবেদনকারী সমঝোতা স্মারকের ১৭ নং প্রকরনে প্রদত্ত সালিশ ধারা আহ্বান করে একটি নোটিশ জারি করেছিলেন। আবেদনকারী উত্তরদাতা এবং আইকিউএয়ার এজি-র সম্মতি সাপেক্ষে মাননীয়া বিচারপতি আর সি চোপড়ার নামও প্রস্তাব করেছিলেন।

৬. পিটিশনার ১১.১২.২০১৭ তারিখে দিল্লি হাইকোর্টে আর্বিট্রেশন এবং মীমাংসা আইন-এর ধারা ৯-এর অধীনে একটি পিটিশন দায়ের করেন, যেখানে রেসপন্ডেন্ট এবং আইকিউএয়ার এজি-এর বিরুদ্ধে এমওইউ-এর শর্তাবলী মেনে চলার নির্দেশনা চাওয়া হয়। পিটিশনে উল্লেখ করা হয় যে ১২.০৯.২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত এমওইউ অনুযায়ী পিটিশনার যেন সমস্ত পণ্যের বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত পরিবেশক হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন এবং রেসপন্ডেন্ট ও আইকিউএয়ার এজি-কে এমওইউ বাতিল করা এবং এমওইউ-এর বিষয়বস্তু পণ্যগুলোর জন্য তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তি করা থেকে বিরত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ২৮.০২.২০১৮ তারিখে অন্তর্বর্তী আদেশে হাইকোর্ট রেসপন্ডেন্টকে ভারতে তার কোনো পণ্য বিক্রি করা থেকে বিরত রাখে। আইনটির ধারা ৯-এর অধীনে পিটিশনারের দ্বারা দায়েরকৃত পিটিশনটি এখনও হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে।

৭. সালিশ ধারা আহ্বান করে ০৮.১২.২০১৭ তারিখের আবেদনকারীর নোটিশের জবাবে, আইকিউএয়ার তার চিঠির মাধ্যমে ১৫.১২.২০১৭ তারিখের মাধ্যমে, উত্তরদাতার সাথে তার সম্পদ ক্রয় চুক্তির অধীনে, এটি কোনও চুক্তিগত এবং আইনি বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেনি এবং যে সমঝোতাপত্রের শর্তাবলী আইকিউএয়ার এজি-এর বিরুদ্ধে প্রয়োগযোগ্য ছিল না। উত্তরদাতা ০৮.১২.২০১৭ তারিখের নোটিশে ০৫.০১.২০১৮ তারিখের জবাবও পাঠিয়েছিলেন যাতে বলা হয়েছে যে সমঝোতাপত্রের ধারা ১৭ হংকংয়ে পরিচালিত এবং বসে সালিশের ব্যবস্থা করে। উত্তরদাতা বলেন যে আবেদনকারী যদি সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে চান, তবে তাদের হংকংয়ের একটি সালিশ প্রতিষ্ঠানে বিরোধটি প্রেরণ করা উচিত। উপরন্তু, এটি বলা হয়েছিল যে উত্তরদাতা অ্যাডহক সালিশ করতে রাজি হননি কিন্তু স্পষ্টভাবে হংকংয়ে সালিশ পরিচালনার জন্য সম্মত হন। এই প্রেক্ষাপটে, আবেদনকারী সমঝোতাপত্রের ১৭ ধারার অধীনে একমাত্র সালিসকারী নিয়োগের জন্য সালিশ ও সমঝোতা আইনের ১১ (৬) ধারার অধীনে আবেদন করেছিলেন।

৮. আবেদনকারীর মতে, আবেদনকারী এবং প্রতিপক্ষের মধ্যে প্রস্তাবিত সালিশি, যেহেতু ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন এর অধীনে ভারতে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি

এবং হংকং এর আইনে অন্তর্ভুক্ত একটি কর্পোরেট সংস্থার মধ্যে একটি সালিশি, তাই ১৯৯৬ সালের সালিশি এবং মীমাংসা আইনের ধারা ২(১)(চ) অনুযায়ী এটি একটি "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি", যার সালিশির স্থান দিল্লি। ধারা ১১(৬) এর সাথে ধারা ১১(৯) অনুসারে, আবেদনকারী তাই সালিশকারী নিয়োগের আবেদন করছেন।

৯. আবেদনকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী বিকাশ দত্ত জানান যে সমঝোতা স্মারকের ১৭.১ প্রকরনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই সমঝোতা স্মারকটি ভারতীয় আইন দ্বারা পরিচালিত হবে এবং নতুন দিল্লির আদালতগুলির এখতিয়ার থাকবে। তিনি আরও জানান যে আবেদনকারী এবং প্রতিপক্ষ কেবল হংকংকে সালিশির "স্থান" হিসাবে সম্মত হয়েছেন এবং হংকং সালিশির বিচারিক স্থান নয়। ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম হার্ডি এক্সপ্লোরেশন ও প্রোডাকশন (ইন্ডিয়া) আইএনসি (২০১৮) ৭ এসসিসি ৩৭৪ মামলার সিদ্ধান্তের বিষয়ে, আবেদনকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে রায়ের অনুপাত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে একটি "স্থান" কেবল তখনই "বিচারিক স্থান" হতে পারে যদি – (i) অন্য কোনও শর্ত উল্লেখ করা না থাকে; (ii) যদি "স্থান" শব্দটির সাথে কোনও পূর্বশর্ত যুক্ত থাকে, তবে "স্থান" "বিচারিক স্থান" এর সমতুল্য হওয়ার জন্য প্রথমে সেই শর্ত/চিহ্ন পূরণ করতে হবে। তিনি আরও জানান যে যেহেতু ১৭.১ প্রকরনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে পক্ষগুলি স্পষ্টভাবে সম্মত হয়েছে যে সমঝোতা স্মারকটি ভারতীয় আইন দ্বারা পরিচালিত হবে এবং নতুন দিল্লির আদালতগুলির এখতিয়ার থাকবে, তাই আইনের প্রথম অংশ প্রযোজ্য এবং সেই কারণে, একক সালিশকারী নিয়োগের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

১০. উত্তরদাতার বিদ্বান জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শ্রী রিতিন রাই বলেছেন যে, পক্ষগুলির মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রের ১৭.২ প্রকরন অনুসারে, সালিশের স্থান হবে হংকং। যেহেতু সালিশের স্থান ভারতের বাইরে, তাই সালিশ ও সমঝোতা আইনের ১১ ধারার বর্তমান বিরোধের কোনও প্রয়োগ নেই। বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি জমা দিয়েছিলেন যে প্রকরন ১৭.২-এ ব্যবহৃত অভিব্যক্তিটি যা "সালিশের স্থান হংকং হবে", এই বিধানের পাশাপাশি যে "সমঝোতাপত্র থেকে উদ্ভূত সমস্ত বিরোধ হংকংয়ে উল্লেখ করা হবে এবং অবশেষে সমাধান করা হবে এবং পরিচালিত হবে" স্পষ্টভাবে দেখায় যে পক্ষগুলি একমত হয়েছে যে পক্ষগুলির মধ্যে সালিশ হংকংয়ে বসবে এবং তাই, পার্ট-১ প্রযোজ্য নয় এবং ধারা ১১-এর বর্তমান বিরোধের কোনও প্রয়োগ নেই। বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি জমা দিয়েছিলেন যে আবেদনকারীকে হংকং আন্তর্জাতিক সালিশ কেন্দ্রের কাছে যেতে হবে এবং ভারতীয় আদালতগুলির সালিশকারী নিয়োগের জন্য আবেদনটি গ্রহণ করার কোনও এখতিয়ার নেই।

১১. পক্ষান্তরে, প্রতিপক্ষের পক্ষ থেকে বিজিএস এসজিএস সোমা জেভি বনাম এনএইচপিসি লিমিটেড ২০১৯ (১৭) স্কেল ৩৬৯ এর উপর বিশেষ

গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এই যুক্তিতে যে "সালিশি কার্যক্রম" অভিব্যক্তিটি স্পষ্ট করে দেবে যে "স্থান" আসলে "সালিশি কার্যক্রমের বিচারিক স্থান", কারণ উপরোক্ত অভিব্যক্তিটিতে কেবল এক বা একাধিক একক বা আংশিক শুনানি নয় বরং সেই স্থানে পুরস্কার প্রদান সহ সম্পূর্ণ সালিশি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত। আরও জানানো হয়েছিল যে বর্তমান ক্ষেত্রে, পক্ষগুলির মধ্যে সমঝোতা স্মারকের ১৭.২ প্রকরনে ব্যবহৃত "পরিচালিত" শব্দটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে পক্ষগুলি সম্মত হয়েছে যে পক্ষগুলির মধ্যে সালিশি হংকং-এ অনুষ্ঠিত হবে।

১২. বি. জি. এস সোমায় ব্যবহৃত অভিব্যক্তিটি ছিল "... সালিশ প্রক্রিয়া নয়াদিল্লি/ফরিদাবাদে অনুষ্ঠিত হবে"। বি. জি. এস সোমায় সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলেছিল যে, পক্ষগুলির তিনটি আপিলের কার্যধারা নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং রায়গুলি নয়াদিল্লিতেও স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং ফরিদাবাদে নয়। বিজ্ঞ বেঞ্চ বলেছিল যে পক্ষগুলির দ্বারা প্রকাশিত বিপরীত অভিব্যক্তির অভাবে, এটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে পক্ষগুলি সালিশ আইনের ধারা ২০ (১) এর অধীনে সালিশের আসন হিসাবে নয়াদিল্লিকে বেছে নিয়েছে। বিজিএস সোমা মামলায় বেঞ্চ বলেছে যে হার্ডি এক্সপ্লোরেশন মামলার রায়টি এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের পরিপন্থী। ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি বনাম কায়সার অ্যালুমিনিয়াম টেকনিক্যাল সার্ভিসেস ইনকর্পোরেটেড (২০১২) ৯ এসসিসি ৩৫২ (বালকো) এবং তাই এটিকে ভাল আইন হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

১৩. পিটিশনারের পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে *হার্ডি এক্সপ্লোরেশন* এবং *বিজিএস সোমা*, উভয়ই তিন-ন্যায়পালীর বেঞ্চ দ্বারা নির্ধারিত, এবং পরবর্তী বেঞ্চ দ্বারা *হার্ডি এক্সপ্লোরেশন*-কে "ভাল আইন নয়" বলে ঘোষণাটি *হার্ডি এক্সপ্লোরেশন*-এর প্রাধান্যকে অতিক্রম করার সামিল নয়। উল্লেখ করা হয় যে উভয় রায় একই শক্তির বেঞ্চ দ্বারা প্রদত্ত হওয়ায়, *বিজিএস সোমা*-এর সিদ্ধান্ত প্রদানকারী বেঞ্চের পক্ষে এটি খোলা ছিল না যে *হার্ডি এক্সপ্লোরেশন*-এর সিদ্ধান্তটি ভুল এবং *বিজিএস সোমা*-এর বেঞ্চকে বিষয়টি বড় বেঞ্চে প্রেরণ করা উচিত ছিল। এই যুক্তি প্রমাণ করার জন্য, পিটিশনারের পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী *চন্দ্র প্রকাশ ও অন্যান্য বনাম স্টেট অফ ইউ.পি ও অন্য* (২০০২) ৪ এসসিসি ২৩৪ রেফার করেছেন, যেখানে এই আদালত রায় দিয়েছিল যে বিচার ব্যবস্থার প্রশাসনে বাধ্যতামূলক নজিরের মতবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বিচারিক সিদ্ধান্তে নিশ্চিততা এবং সামঞ্জস্যতা প্রচার করে। যাইহোক, বর্তমান মামলার এমওইউ-এর ধারা ১৭ এবং এর নির্দিষ্ট শর্তাবলী এবং মামলার পরিস্থিতি বিবেচনা করে, আমরা *বিজিএস সোমা*-এর যথার্থতা বা এর বিপরীতে যাওয়ার প্রশ্নটি নিয়ে যেতে আগ্রহী নই।

১৪. সমঝোতাপত্রের ১৭.২ প্রকরনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান মামলায় বিবেচনার জন্য যে প্রশ্নটি রয়েছে, তাতে পক্ষগুলি একমত হয়েছে কি না যে সালিশের কেন্দ্রটি হংকংয়ে রয়েছে এবং সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ১১-এর অধীনে দায়ের করা বর্তমান আবেদনটি গ্রহণ করার এখতিয়ার এই আদালতের নেই কিনা।

১৫. আবেদনকারী ভারতে অন্তর্ভুক্ত একটি সংস্থা; যেখানে উত্তরদাতা হংকংয়ের আইনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি সংস্থা। আইনের ধারা ২ (১) (চ) "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ" কে সংজ্ঞায়িত করে। ধারা ২ (১) (৪) অনুসারে, একটি "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ" হিসাবে তিনটি বিষয় পূরণ করা উচিত-(i) সালিশ; (ii) ভারতে বলবৎ আইনের অধীনে বাণিজ্যিক হিসাবে বিবেচিত; এবং (iii) ভারত ব্যতীত অন্য যে কোনও দেশে কমপক্ষে একটি পক্ষ জাতীয় বা অভ্যাসগত বাসিন্দা। বর্তমান ক্ষেত্রে, যেহেতু উত্তরদাতা হংকংয়ের আইনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি সংস্থা, তাই আমরা "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ" নিয়ে উদ্বিগ্ন।

১৬. ধারা ২(২) অনুযায়ী, প্রথম অংশ প্রযোজ্য হবে যেখানে সালিশি কার্যক্রমের স্থান ভারত। যদি "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি" ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে আইনটির প্রথম অংশ প্রযোজ্য হবে। ধারা ২(২)-এর ব্যাখ্যা বি*এএলসিও* মামলায় সংবিধান বেঞ্চ দ্বারা বিবেচিত হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে আইনটির প্রথম অংশ "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি" যা ভারতের বাইরে অনুষ্ঠিত হয়, তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। রায়ের প্যারা (১৯৪)-এ নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল:

> "১৯৪. .....ধারা ২(২) ঘোষণা করে যে ১৯৯৬ সালের সালিশি আইনের প্রথম অংশ সমস্ত সালিশি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। আমরা দৃঢ়ভাবে মতামত দিই যে ১৯৯৬ সালের সালিশি আইনের প্রথম অংশ ভারতের বাইরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই, এমন রায়গুলি শুধুমাত্র তখনই ভারতীয় আদালতের এখতিয়ারের আওতায় আসবে, যখন সেগুলোকে ১৯৯৬ সালের সালিশি আইনের দ্বিতীয় অংশের বিধান অনুযায়ী ভারতে প্রয়োগ করতে চাওয়া হবে। ....."

১৭. বর্তমান মামলায়, এমওইউ-এর ধারা ১৭ হল আইন ও বিরোধ নিষ্পত্তি শাসনকারী একটি প্রাসঙ্গিক ধারা। ধারা ১৭-এর পাঠ্য নিম্নরূপ:

> **১৭. আইন ও বিরোধ নিষ্পত্তি**
>
> ১৭.১ এই এমওইউ ভারতের আইন দ্বারা পরিচালিত হবে, আইন বিরোধ সম্পর্কিত বিধানগুলি উপেক্ষা করে এবং নতুন দিল্লির আদালতগুলির এখতিয়ার থাকবে।

১৭.২ এই সমঝোতাপত্রের অস্তিত্ব, বৈধতা, ব্যাখ্যা, কার্যকারিতা, লঙ্ঘন বা সমাপ্তি সহ বা এর সাথে সম্পর্কিত যে কোনও বিরোধ, বিতর্ক, পার্থক্য বা দাবি বা এর থেকে উদ্ভূত বা সম্পর্কিত অ-চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত কোনও বিরোধ হংকংয়ে পরিচালিত সালিশের মাধ্যমে উল্লেখ করা হবে এবং শেষ পর্যন্ত সমাধান করা হবে।

সালিশের স্থান হবে হংকং।

সালিসকারীদের সংখ্যা এক হবে। সালিশ কার্যক্রম ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত হবে।

১৭.৩ এটি সম্মত হয়েছে যে কোনও পক্ষ কোনও সালিশ কার্যক্রমের বিচারাধীনতার আগে, চলাকালীন বা পরে এখতিয়ারযুক্ত আদালতের কাছ থেকে প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা ত্রাণ সহ তবে সীমাবদ্ধ নয়, অস্থায়ী, নিষেধাজ্ঞা বা ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার চাইতে পারে।

১৮. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি বলেন যে, সমঝোতাপত্রের ১৭.১ প্রকরনের পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আবেদনকারী এবং উত্তরদাতা শুধুমাত্র একমত হয়েছেন যে, চুক্তির যথাযথ আইন ভারতের আইন হবে এবং সমঝোতাপত্রটি যথাযথ আইন এবং সালিশের ক্যুরিয়াল আইন সম্পর্কে স্পষ্টভাবে নীরব থাকবে এবং তাই ১৭.১ ধারা যথাযথ আইন এবং ক্যুরিয়াল আইন পরিচালনা করবে। আবেদনকারীর মতে, ১৭ ধারায় বা ভারতের আইন প্রয়োগের অযোগ্যতার সম্পূর্ণ সমঝোতাপত্রের অধীনে এবং/অথবা হংকং বা অন্য কোনও দেশের আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত বর্জন নেই। আবেদনকারীর যুক্তি হল যে, সালিশের যথাযথ আইন এবং ক্যুরিয়াল আইন সম্পর্কে স্পষ্ট শর্তের অভাবে, ভারতের আইনগুলিকে সমঝোতাপত্রের অধীনে যথাযথ আইন এবং ক্যুরিয়াল আইন হিসাবে নেওয়া উচিত এবং কোনও পরিস্থিতিতে, সমঝোতাপত্রের ১৭.১ প্রকরনের শর্তাবলীকে দুর্বল বা দুর্বল করা উচিত নয়।

১৯. সালিশের আসন যে কোনও সালিশ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সালিশের স্থানের তাৎপর্য হল যে এটি সালিশ কার্যধারা এবং সালিশ পদ্ধতির পাশাপাশি সালিশ রায়ের উপর বিচারিক পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় প্রযোজ্য আইন নির্ধারণ করে। পরিস্থিতিটি কেবল কোনও প্রতিষ্ঠান কোথায় অবস্থিত বা কোথায় শুনানি অনুষ্ঠিত হবে সে সম্পর্কে নয়। তবে এটি কোন আদালতের 'সালিশ কার্যধারার উপর তত্ত্বাবধায়ক ক্ষমতা' থাকবে সে সম্পর্কে। এনারকন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম এনারকন জি. এম. বি. এইচ এবং অন্য (২০১৪) ৫ এস. সি. সি ১-এ, সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে "আসনের অবস্থান সেই আদালতগুলি নির্ধারণ করবে যার সালিশ কার্যধারা তদারকির জন্য একচেটিয়া এখতিয়ার থাকবে। এটি আরও বলা হয়েছিল যে আসনটি সাধারণত এর সাথে সেই দেশের সালিশ/ক্যুরিয়াল আইনের পছন্দ বহন করে "

২০. সালিশির বিচারিক স্থান" এবং "সালিশির স্থান" যে পরস্পর পরিবর্তনযোগ্যভাবে ব্যবহার করা যায় না, তা সুপ্রতিষ্ঠিত। এটিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে কেবল "সালিশির স্থান" অভিব্যক্তিটি পক্ষগুলির অভিপ্রায় নির্ধারণের ভিত্তি হতে পারে না যে তারা সেই স্থানটিকে সালিশির "বিচারিক স্থান" হিসাবে অভিপ্রায় করেছে। "বিচারিক স্থান" সম্পর্কে পক্ষগুলির অভিপ্রায় চুক্তির অন্যান্য ধারা এবং পক্ষগুলির আচরণ থেকে নির্ধারণ করতে হবে।

২১. বর্তমান ক্ষেত্রে, পক্ষগুলির মধ্যে স্বাক্ষরিত সালিসি চুক্তি হংকংকে সালিশের স্থান হিসাবে প্রদান করে। পক্ষগুলির মধ্যে সালিশের স্থান হিসাবে "হংকং" বেছে নেওয়ার চুক্তিটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে না যে পক্ষগুলি সালিশের স্থান হিসাবে হংকংকে বেছে নিয়েছে। "সালিশের স্থান" শব্দগুলি "হংকং" হবে, যা প্রকরন ১৭.২-এর সাথে পড়তে হবে। প্রকরন ১৭.২-এ বলা হয়েছে যে "... সমঝোতাপত্র থেকে উদ্ভূত বা সম্পর্কিত যে কোনও বিরোধ, বিতর্ক, পার্থক্য" হংকংয়ে পরিচালিত সালিশের মাধ্যমে উল্লেখ করা হবে এবং শেষ পর্যন্ত সমাধান করা হবে। সালিশ চুক্তির একটি সরল পাঠে, এটি স্পষ্ট যে হংকংকে "সালিশের স্থান" হিসাবে উল্লেখ করা সালিশ কার্যধারার "স্থান" হিসাবে একটি সহজ রেফারেন্স নয়; তবে হংকংয়ে পরিচালিত সালিশের মাধ্যমে চূড়ান্ত সমাধানের জন্য হংকংয়ের একটি রেফারেন্স। পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি যে "হংকংয়ে পরিচালিত সালিশের মাধ্যমে বিরোধটি উল্লেখ করা হবে এবং অবশেষে সমাধান করা হবে" স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে পক্ষগুলি সম্মত হয়েছে যে সালিশ হংকংয়ে বসতে হবে এবং হংকংয়ের আইনগুলি সালিশ কার্যধারা পরিচালনা করার পাশাপাশি সালিশ পুরষ্কারের উপর বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা রাখবে।

২২. পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, সমঝোতা স্মারকের ১৭.২ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে সমঝোতা স্মারক থেকে উদ্ভূত বা সম্পর্কিত বিরোধ, যার মধ্যে এর অস্তিত্ব, বৈধতা, ব্যাখ্যা, লঙ্ঘন বা সমাপ্তি অথবা এর থেকে উদ্ভূত বা সম্পর্কিত যে কোনও বিরোধ হংকং-এ পরিচালিত সালিশির মাধ্যমে উল্লেখ করা হবে এবং চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করা হবে। ১৭.২ ধারার "হংকং-এ পরিচালিত সালিশি" এই কথাগুলি একটি ইঙ্গিত যে সালিশির বিচারিক স্থান হংকং-এ। একবার যখন পক্ষগুলি "হংকং" কে হংকং-এ পরিচালিত হওয়ার জন্য সালিশির স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছে, তখন হংকং এর আইন সালিশিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সালিশকারী নিয়োগের জন্য ভারতীয় আদালতগুলির কোনও এখতিয়ার নেই।

২৩. যখন পক্ষগুলি কোনও নির্দিষ্ট দেশে সালিশির একটি স্থান বেছে নেয়, তখন সেই পছন্দ সেই দেশের আইনের প্রতি আনুগত্য নিয়ে আসে, এই পর্যবেক্ষণ

করে, এইটজেন বাল্ক এ/এস বনাম আশাপুরা মাইনকেম লিমিটেড এবং অন্য (২০১৬) ১১ এসসিসি ৫০৮ এ, নিম্নলিখিতভাবে রায় দেওয়া হয়েছিল:-

"৩৪. যেহেতু প্রকৃতপক্ষে সালিশের আইনী আসন নির্বাচন করা কেবল সেই অবস্থানের জন্য প্রযোজ্য আইনকে আকর্ষণ করে। অন্য কথায়, সালিশ কার্যধারার ক্ষেত্রে কোন আইন প্রযোজ্য হবে তা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না, কারণ নির্দিষ্ট এফ দেশের আইন ইপ্সো জুরি প্রয়োগ করবে। আন্তর্জাতিক সালিশ সম্পর্কিত রেডফার্ন এবং হান্টারের নিম্নলিখিত অংশে ইস্যুটির নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা রয়েছেঃ

> "এটি কখনও কখনও বলা হয় যে পক্ষগুলি একটি নির্দিষ্ট দেশে সালিশের জন্য পি প্রদান করে তাদের সালিশ পরিচালনা করবে এমন পদ্ধতিগত আইন নির্বাচন করেছে। এটি খুব উপবৃত্তাকার এবং, যেহেতু একটি ইংরেজি আদালত নিজেই সম্প্রতি ব্রেজ অফ ডোউন উইন্ড ফার্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে এটি সর্বদা সত্য নয়। পক্ষগুলি যা করেছে তা হল একটি নির্দিষ্ট দেশে সালিশের স্থান নির্বাচন করা। এই পছন্দটি সালিশ সম্পর্কিত তার আইনের যে কোনও বাধ্যতামূলক বিধান সহ সেই দেশের আইনের কাছে জমা দেয়। পক্ষগুলি সালিশ পরিচালনার জন্য সেই নির্দিষ্ট আইনটিকে "বেছে নিয়েছে" বলার পরিবর্তে এটি বলার মতো যে একজন ইংরেজ মহিলা যে তার গাড়ি ফ্রান্সে নিয়ে যায় সে ফরাসি ট্র্যাফিক আইনকে "বেছে নিয়েছে", যা তাকে রাস্তার ডানদিকে গাড়ি চালাতে বাধ্য করবে, ডান দিক থেকে আসা যানবাহনগুলিকে অগ্রাধিকার দেবে এবং সাধারণত ট্র্যাফিক আইন মেনে চলতে বাধ্য করবে যা সে অভ্যস্ত নাও হতে পারে। তবে এই ধারণাগত মোটর চালক "ফরাসি ট্র্যাফিক আইন" বেছে নিয়েছিল বলা ভাষার একটি অদ্ভুত ব্যবহার হবে। তিনি যা করেছেন তা হ 'ল ফ্রান্সে যাওয়া বেছে নেওয়া। ফরাসি আইনের প্রয়োগ তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুসরণ করে। এটি পছন্দের বিষয় নয়।
>
> পক্ষগুলি সালিশের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিতে পারে কারণ এর লেক্স আরবিট্রি এমন একটি স্থান যা তাদের কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। তা সত্ত্বেও, একবার সালিশের স্থান বেছে নেওয়ার পরে, এটি তার নিজস্ব আইন নিয়ে আসে। যদি সেই আইনে এমন বিধান থাকে যা সালিশের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক, তবে সেই বিধানগুলি অবশ্যই মেনে চলতে হবে। কোন স্থানীয় ট্র্যাফিক আইনগুলি মেনে চলতে হবে এবং কোনটিকে উপেক্ষা করতে হবে তা কল্পনাপ্রসূত গাড়িচালক বেছে নেওয়ার চেয়ে বেশি পছন্দের বিষয় নয়।"" [আন্ডারলাইন যোগ করা হয়েছে]

২৪. গার্হস্থ্য সালিশির ক্ষেত্রে, একবার "বিচারিক স্থান" নির্ধারিত হয়ে গেলে, শুধুমাত্র সেই এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতেরই একচেটিয়া এখতিয়ার থাকবে, এই মর্মে ইন্ডাস মোবাইল ডিস্ট্রিবিউশন (প্রাঃ) লিঃ বনাম ডেটাউইন্ড ইনোভেশনস (প্রাঃ) লিঃ এবং অন্যান্য (২০১৭) ৭ এসসিসি ৬৭৮ এ, নিম্নলিখিতভাবে রায় দেওয়া হয়েছিল:-

> ১৯. উপরোক্ত সমস্ত বিধানের একটি পর্যবেক্ষক দেখায় যে আসনটি মনোনীত হওয়ার মুহূর্তে এটি একচেটিয়া এখতিয়ার ধারার অনুরূপ। বর্তমান মামলার তথ্যে, এটি স্পষ্ট যে সালিশের আসনটি মুম্বাই এবং ধারা ১৯ আরও স্পষ্ট করে দেয় যে এখতিয়ারটি একচেটিয়াভাবে মুম্বাই আদালতে নিহিত। সালিসি আইনের অধীনে, দেওয়ানি কার্যবিধির বিপরীতে যা আদালতে দায়ের করা মামলাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, "আসন"-এর একটি রেফারেন্স এমন একটি ধারণা যার দ্বারা সালিসি ধারার পক্ষগুলি একটি নিরপেক্ষ স্থান বেছে নিতে পারে। নিরপেক্ষ স্থানটির শাস্তিমূলক অর্থে এখতিয়ার নাও থাকতে পারে- অর্থাৎ, নিরপেক্ষ স্থানে পদক্ষেপের কারণের কোনও অংশ উত্থাপিত হতে পারে না এবং সিপিসি-র ১৬ থেকে ২১ ধারার পি বিধানগুলির কোনওটিই আকৃষ্ট হবে না। তবে সালিসি আইনে, যেমনটি উপরে বলা হয়েছে, যে মুহূর্তে "আসন" নির্ধারণ করা হয়েছে, সেই মুহূর্তে মুম্বাইয়ের আসন এর পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি থেকে উদ্ভূত সালিসি কার্যধারা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে মুম্বাইয়ের আদালতগুলিকে একচেটিয়া এখতিয়ার দেওয়া হবে। [আন্ডারলাইন যোগ করা হয়েছে]

২৫. সমঝোতা স্মারকের ১৭.১ প্রকরনে উল্লেখ করা হয়েছে যে সমঝোতা স্মারকটি ভারতীয় আইন দ্বারা পরিচালিত হবে এবং নতুন দিল্লির আদালতগুলির এখতিয়ার থাকবে। ১৭.১ প্রকরনের ব্যাখ্যা থেকে দেখা যায় যে মূল চুক্তি পরিচালনাকারী মূল আইন হল ভারতীয় আইন। ১৭.১ প্রকরনের "আইনের সংঘাতের বিধান নির্বিশেষে এবং নতুন দিল্লির আদালতগুলির এখতিয়ার থাকবে" এই কথাগুলি চুক্তির ১৭.৩ ধারার সাথে একত্রে পড়তে হবে। ১৭.৩ ধারা অনুযায়ী, পক্ষগুলি সম্মত হয়েছে যে কোনও সালিশি কার্যক্রমের আগে, চলাকালীন বা পরে পক্ষটি এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত থেকে অস্থায়ী, নিষেধাজ্ঞামূলক বা ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার চাইতে পারে। বালকো (২০১২) ৯ এসসিসি ৫৫২ এর ১৬১ নং অনুচ্ছেদে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে ".....সালিশি আইন, ১৯৯৬ এর একটি যৌক্তিক এবং পরিকল্পিত ব্যাখ্যায়, যখন সালিশির বিচারিক স্থান ভারতের বাইরে থাকে তখন ভারতীয় আদালতগুলির অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা প্রদানের ক্ষমতা নেই...।" যদি সালিশি চুক্তিতে সালিশির বিচারিক স্থান ভারতের বাইরে পাওয়া যায়, তাহলে ভারতীয় আদালতগুলি পুরস্কারের উপর তত্ত্বাবধানমূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করতে বা অন্তর্বর্তী আদেশ জারি করতে পারে না। অতএব,

পক্ষগুলির জন্য ১৭.৩ ধারা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ছিল যেখানে পক্ষগুলি সম্মত হয়েছে যে কোনও পক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ চাইতে পারে যার জন্য দিল্লির আদালতগুলির এখতিয়ার থাকবে। এই বিষয়ে, আমরা ২০১৫ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা সালিশি আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ২(২) এর সাথে যুক্ত প্রোভাইসোর উল্লেখ করতে পারি। ২০১৫ সালের সংশোধনী আইন (২৩.১০.২০১৫ থেকে কার্যকর) দ্বারা, আইনের ধারা ২(২) এর সাথে একটি প্রোভাইসো যুক্ত করা হয়েছে, যার অনুসারে, আইনের প্রথম অংশের কিছু বিধান অর্থাৎ ধারা ৯ – অন্তর্বর্তী ত্রাণ, ২৭ – প্রমাণের জন্য আদালতের সহায়তা, ৩৭(১)(ক) – আদেশের বিরুদ্ধে আপিল এবং ৩৭(৩) "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি"-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হয়েছে, এমনকি যদি সালিশির স্থান ভারতের বাইরেও হয়। আইনের ধারা ২(২) এর প্রোভাইসোটি নিম্নরূপ:-

> **"২. সংজ্ঞা.-**
>
> .....
>
> (২) এই অংশটি ভারতে যেখানে সালিশের স্থান সেখানে প্রযোজ্য হবেঃ
>
> তবে শর্ত থাকে যে, বিপরীত কোনও চুক্তির সাপেক্ষে, ধারা ৯,২৭ এবং ধারা ৩৭-এর উপ-প্রকরন (ক) এবং উপ-ধারা (৩)-এর বিধানগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যদিও সালিশের স্থানটি ভারতের বাইরে থাকে এবং এই জায়গায় করা বা করা সালিশ রায় এই আইনের দ্বিতীয় অংশের বিধানগুলির অধীনে প্রয়োগযোগ্য এবং স্বীকৃত।

এটি লক্ষ করা প্রাসঙ্গিক যে ধারা ১১-এর বিধানে অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সেই অনুযায়ী, ভারতের বাইরে অবস্থিত "আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ"-এর ক্ষেত্রে ধারা ১১-এর কোনও প্রয়োগ নেই।

২৬. নতুন দিল্লির আইনের বিধান এবং আদালতের দ্বন্দ্ব বিবেচনা না করে ১৭.১ প্রকরনের শব্দগুলির এখতিয়ার থাকবে "১৭.২ প্রকরনের পক্ষগুলির অভিপ্রায়কে সরিয়ে ফেলবেন না বা দুর্বল করবেন না যে হংকংয়ে সালিশ পরিচালিত হবে। ১৭.১ প্রকরনের শব্দগুলি বোঝায় না যে সালিশের আসনটি নয়াদিল্লিতে রয়েছে। যেহেতু প্রথম অংশটি" আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ "-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যাতে পক্ষগুলি অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ পেতে সক্ষম হয়, ১৭.৩ ধারাটি যুক্ত করা হয়েছে বলে মনে হয়। "নতুন দিল্লির আইনের বিধান এবং আদালতের দ্বন্দ্ব বিবেচনা না করে" শব্দগুলির এখতিয়ার থাকবে-প্রকরন ১৭.১-এ প্রকরন ১৭.৩-এর সাথে একত্রে পড়া হবে। যেহেতু সালিশ হংকংয়ে বসে আছে, তাই আইনের ধারা ১১ (৬)-এর অধীনে আবেদনকারীর দায়ের করা পিটিশনটি রক্ষণযোগ্য নয় এবং পিটিশনটি খারিজ হওয়ার যোগ্য।

২৭. ফলস্বরূপ, আবেদনকারীর দ্বারা আইনের ধারা ১১(৬) এর অধীনে সালিশকারী নিয়োগের জন্য দায়ের করা ২০১৮ সালের সালিশি পিটিশন নং ৩২ খারিজ করা হলো। তবে, আবেদনকারীর ইচ্ছা থাকলে হংকং আন্তর্জাতিক সালিশি কেন্দ্রের কাছে সালিশকারী নিয়োগের জন্য যাওয়ার অধিকার খোলা রইল।

দিব্যা পান্ডে পিটিশন খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu